আমরা তোমায় ভুলবো না

শহিদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বীর-উত্তম

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মাহুতির জন্য 'বীর-উত্তম'-উপাধিপ্রাপ্ত শহিদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ১৯৪৮ সালের ৫ই মে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের মাতুলালয়ে সম্ভ্রান্ত-এক মুসলিম-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মো. আবদুল হক এবং মা নুরজাহান বেগম। ৪ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

মেধাবী এই বীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সালের ২৯শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে মিলিটারি একাডেমি-র প্রশিক্ষণ শেষ করে 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে' কমিশন লাভ করেন এবং ১ম পোস্টিং পান 'সিনিয়র টাইগার'-হিসেবে খ্যাত '১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'।

১৯৭১ সালে '১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' ছিলো যশোর সেনানিবাসে। যশোরে ১০৭ পদাতিক ব্রিগেডের অন্যান্য ইউনিট ছিলো ২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট, ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট, ৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৭ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স এবং সংশ্লিষ্ট সিগন্যাল ও ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি। '১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'র মোট ৯ জন অফিসারের মধ্যে অধিনায়ক লে. কর্নেল রেজাউল জলিল, সেকেন্ড লে. আনোয়ার হোসেনসহ কয়েকজন বাঙালি ছিলেন। জুন ১৯৭১ সালে এই ইউনিটটি পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত থাকায় ব্যাটালিয়নের অর্ধেক সৈনিক গোটা মার্চ মাস ছুটিতে ছিলেন। এই ইউনিটকে যশোর সেনানিবাসের ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জগদীশপুর গ্রামে শীতকালীন প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হঠাৎ করেই ২৯শে মার্চ ১৯৭১-এ বেতারে বার্তা পাঠিয়ে তাঁদেরকে হেঁটে সেনানিবাসে ফেরত আসতে বলা হয়। ২৫শে মার্চের পাকিস্তানি পশুদের বর্বরতার খবর এই ব্যাটালিয়নের কেউই জানতেন না। ৩০শে মার্চ ভোরে ব্রিগেড-কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সর্দার আবদুর রহিম দুররানি এসে অধিনায়কের কাছ থেকে অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে যান। এতে সৈনিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন; মাঝরাতে হেঁটে-হেঁটে সবাই ইউনিট-লাইনে পৌঁছেন।

অধিনায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। এই সুযোগে ২৫ বেলুচ এবং ৩ এফ এফ, '১ম ইস্ট বেঙ্গল'কে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করে। সবই ছিলো বাঙালি সৈনিকদের হত্যার পূর্বপরিকল্পনা। এ পর্যায়ে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। সেকেন্ড লে. আনোয়ার চরম ঘৃণায় শত্রুর উপর মারমুখী অবস্থান নেন। ইউনিটের পশ্চিম দিকটি ছিলো তুলনামূলকভাবে অরক্ষিত। এলাকাটি ছিলো উন্মুক্ত, ফসলহীন আবাদি জমি। বাঙালি অফিসাররা সিদ্ধান্ত নেন গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ৩/৪ জনের ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে চৌগাছা-এলাকায় জড়ো হতে। 'ফায়ার এন্ড মুভ : যুদ্ধ করতে করতে চলা'–এই ভয়ঙ্কর ও দুঃসাহসী পদক্ষেপের আর কোনো বিকল্প রইলো না তখন। শুরু হলো 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে'র সৈনিকদের সেনানিবাস-ত্যাগ। সেকেন্ড লে. আনোয়ার অকুতোভয়। তিনি অবারিত-এই খোলা মাঠে শত্রুর প্রচণ্ড গুলি ও মর্টারের গোলার মাঝে তদারকি করছেন তাঁর প্রিয় সৈনিকদের পশ্চাদপসরণ। নিজেদের মেশিনগান দিয়ে বারবার স্থান বদল করে শত্রুর উপর ফায়ার করছেন, যেন শত্রু মাথা উঁচু করে Aimed fire করতে না-পারে। সব সৈনিক নিরাপদে না-যাওয়া পর্যন্ত সেকেন্ড লে. আনোয়ার ছিলেন বলীয়ান। বেলা ডুবে আসছে, সবাই প্রায় চলে এসেছেন। আহত ও নিহতদের শত্রুর গুলির বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে আসছেন সতীর্থরা। হঠাৎ মেশিনগানের একঝাঁক গুলি এসে লাগলো সেকেন্ড লে. আনোয়ারের কোমরে, তাঁর বেল্ট-বরাবর। ৩০শে মার্চ ১৯৭১ সালে এই বীর সেনানী দেশের জন্য জীবন দিয়ে অমর হয়ে রইলেন।

এই বীরেরা সেদিন লুটিয়ে না-পড়লে আজ আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতাম কীভাবে? 'সিনিয়র টাইগার'-এর সৈনিকরা আনোয়ারের নিষ্প্রাণ, নিথর ও রক্তাক্ত দেহ হায়বাতপুর গ্রামে নিয়ে আসেন। সেখানে 'নজরুল ইসলাম কলেজে'র অপর দিকে যশোর–ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশে নির্ভীক-এই মুক্তিযোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়। শহিদ সেকেন্ড লে. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে তাঁর দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মাহুতির জন্য 'বীর-উত্তম'-উপাধি প্রদান করা হয়।

শহিদ বীর-উত্তম সেকেন্ড লে. আনোয়ার-স্মরণে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যান্টনমেন্ট মডার্ন হাই স্কুলে'র নাম ১৯৭২ সালে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'শহিদ আনোয়ার বালিকা বিদ্যালয়'। পরবর্তীকালে তাঁর উপাধিকে সংযুক্ত করে পর্যায়ক্রমে ২০০০ সালে এই কলেজের নামকরণ করা হয় 'শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ'। এই বীরের জন্য রইলো আমাদের অন্তরের অশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।